ভাববাদের প্রকার ভেদ

ভাববাদকে সাধারণত: দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- ব্যক্তিক ভাববাদ (Subjective Idialism) এবং নৈর্ব্যক্তিক ভাববাদ বা বস্তুগত ভাববাদ (objective Idialism)। অনেক দার্শনিকের মতে ভাববাদকে চারটি ভাগ করা যায়। তাঁরা আরও দুটি ভাগের কথা বলেছেন, যথা- প্রত্যয়বাদী ভাববাদ (Phenomenalistic Idealism) এবং পরমার্থ ভাববাদ (Absolute Idialism)। এখানে সংক্ষেপে চারটি ভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

① ব্যক্তিক ভাববাদ বা আত্মগত ভাববাদ : (এই অংশ পড়ানো হয়েছে)

ব্যক্তিক ভাববাদের প্রবক্তা হলেন বার্কলে। বার্কলের ব্যক্তিক ভাববাদ স্বীকার করে যে বিশ্ব প্রকৃতির সব কিছু অস্তিত্ব তা ব্যক্তি নির্ভর, বস্তু নির্ভর নয়। ব্যক্তির প্রত্যক্ষের মধ্যে না আসলে বস্তুর অস্তিত্বের কোনো প্রশ্নই ওঠে না, মন বা চেতনা না থাকলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় না। বস্তু কতকগুলি গুণের সমাহার, আর এই গুণগুলি মনের ধারণা মাত্র। প্রত্যয় বোধের উপর বস্তু জগতের অস্তিত্ব নির্ভর করে। কিন্তু বার্কলের এই ভাববাদ বস্তু জগতের মধ্যে যে সব প্রবহমানতা, শৃঙ্খলা ও ঐক্য আছে তার ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। বার্কলে ঈশ্বরের কথা বলেছেন। ঈশ্বর সর্বদা সব কিছু প্রত্যক্ষ করছেন - আমাদের সব কিছু প্রত্যয়

না করলেও। বস্তু জগতের ~~অস্তিত্বের~~ অস্তিত্ব চেতনের, প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে। তাঁর মতে ইন্দ্রিয়ই জগৎ সংসার প্রতি মনের ভাবের প্রতিফলিত হয়। বার্কলের ভাববাদ শুধু ব্যক্তি নির্ভর নয়, ঈশ্বর নির্ভরও বটে।

(2) নৈর্ব্যক্তিক ভাববাদ বা বস্তুগত ভাববাদ :

নৈর্ব্যক্তিক ভাববাদ ঈশ্বরকেই জগতের মূল কারণ বলে স্বীকার করে — ঈশ্বর থেকেই জগৎ উৎসারিত। এ জগতের সমস্ত বস্তুকে ঈশ্বরের প্রকাশ বা অংশ বলে স্বীকার করা হয়েছে। এ জগৎ সংসারের মধ্য দিয়েই ঈশ্বর নিজেকে ক্রমে প্রকাশ করেছেন। এই ভাববাদের প্রবক্তা হলেন হেগেল। হেগেলের ভাববাদ স্বয়ং সম্পূর্ণ। এখানে জগৎ ও জীবন সব কিছুকেই সত্য বলে গ্রহণ করা হয়েছে। ~~এটি~~ অনন্ত প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞানময় এ জগৎ মহাচৈতন্যের পরিপ্রকাশ। মনুষ্যের নীতি, সৌন্দর্যবোধ, ধর্ম, সমাজনীতি, আত্মিকনীতি ও অনুশাসন — সব কিছুই হেগেলের ভাববাদ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। হেগেলের ভাববাদ বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পারে।

(3) বস্তুনিষ্ঠ ভাববাদ :

বস্তুনিষ্ঠ ভাববাদের প্রবক্তা হলেন প্লেটো। এই ভাববাদকে প্লেটোর ভাববাদও বলা হয়। প্লেটোর মতে জগতের দুটি রূপ — একটি দৃশ্য, অনুভূত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

জগৎ (phenomena), অপরটি অপরিবর্তনীয় - অতীন্দ্রিয় জগৎ (Neumena)। দৃশ্যমান জগৎ উপভোগ্য যন্ত্র, কিন্তু তা অলীক নয়। জগতের সত্য স্বরূপ অজ্ঞাত। জগতের সত্য-স্বরূপকে জানা যায় না। আমাদের সত্তার ও জগতের মতো দুটি দিক আছে - একটি দৃশ্য অনুভূত মনঃসত্তা, অপরটি অদৃশ্য ও অতীন্দ্রিয় মনঃসত্তা বা আত্মা। প্রথমটি আমাদের সংবেদন, প্রত্যক্ষ চিন্তা, কল্পনার চিন্তার সমাহার, একে জানা যায়; অপরটিকে জানা যায় না, ইন্দ্রিয়জ্ঞানে ধরা দেয় না।

(৪) <u>সার্বিক ভাববাদ</u> :

সার্বিক ভাববাদের প্রবক্তা হলেন ব্রাডলে। সার্বিক ভাববাদ মনে করে যে সত্য ও বাস্তব হল সুসম, অখণ্ড ও সর্বব্যাপক একটি অভিজ্ঞতা। সত্য বস্তু বাস্তবকে তিনি যেমন দেখেন নি, ব্রাডলের অভিজ্ঞতা একটি সামগ্রিক সত্তা, এর মধ্যে কেবল যুক্তি বা চিন্তা নেই, এর মধ্যে অনুভূতি ও ইচ্ছাও রয়েছে। যুক্তি, বুদ্ধি, অনুভূতি ও ইচ্ছা সব মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে।